সফলতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ যৌথ অনুশীলন সম্পন্ন

কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটি, বাংলাদেশ -- গত ২৬শে অক্টোবর এক প্রদর্শনীতে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন মেজর রবার্ট পিটারসন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে তার প্রতিপক্ষদের 'এফ/এ-১৮' এর হরনেট ককপিট দেখাচ্ছেন। 'মেরিন ফাইটার-অ্যাটাক স্কোয়াড্রন ৩১৪' যুক্তরাষ্ট্র মেরিন কোর এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন 'সুমো টাইগার অনুশীলন ২০০৭'-এ অংশ নেয়।

ছবি: ১ম লেফটেন্যান্ট অ্যাড্রিয়ান র‍্যাংকিন-গ্যালওয়ে

ঢাকা, ৩১শে অক্টোবর -- যুক্তরাষ্ট্র মেরিন কোর এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফ্লাইং স্কোয়াড্রনদের মধ্যে পরিচালিত সপ্তাহব্যাপী এক যৌথ প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তি টেনে দ্বিপাক্ষিক 'সুমো টাইগার অনুশীলন' আজ কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটিতে শেষ হয়েছে।

প্রশিক্ষণকালে আমেরিকা এবং বাংলাদেশের সামরিক সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রের এফ/এ-১৮ এবং বাংলাদেশের এফ-৭ ও মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান নিয়ে ফ্লাইট পরিচালনা করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণকালে ফ্লাইট পরিচালনায় যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষজ্ঞ পর্যন্ত বিমান চলাচল সহযোগী কর্মীরা তাদের পারস্পরিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

যুক্তরাষ্ট্র মেরিন ফাইটার-অ্যাটাক স্কোয়াড্রন ৩১৪ এর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফ্লে আর. গুডউইন বলেন, "আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই অভিন্নতা রয়েছে। আমরা উভয়েই আমাদের ইতিহাস নিয়ে খুবই গর্বিত। আর এই প্রশিক্ষণকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পেশাদারিত্ব আমরা লক্ষ্য করেছি।"

সহযোগিতা ও বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই প্রশিক্ষণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একত্রে ফ্লাইট পরিচালনার সক্ষমতাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে, এবং এটি দুই দেশের কর্মীদের মধ্যে পেশাদারী সম্পর্ককে জোরদার করেছে।

এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে পারস্পরিক সামরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে ‘সুমো টাইগার অনুশীলন’ আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই বহিঃপ্রকাশ।

==========

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য ‘আমেরিকান সেন্টার’-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে ‘আমেরিকান সেন্টার’-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov*) *যোগাযোগ করুন।*